

খবর সোজাসুজি

Volume-4 ● Issue- 09 ● 15 October, 2026

কলমের শক্তি

সংবাদপত্রকে তুচ্ছজ্ঞান করার ঔদ্ধত্য গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক।গদি চিরস্থায়ী নয়, ক্ষমতার দস্তও নয়। সংবাদপত্রের পাতা পুরোনো হয়,কিন্তু সত্যের আবেদন কখনও পুরোনো হয় না। ‘সংবাদপত্র তো কাল ঠোঙা হয়ে যাবে। যত খুশি লিখুক,কুছ পরোয়া নেই’ – রাজনীতির কারবারিদের একাংশের মনোভাব যেন আজ এমনই।সংবাদপত্রে কী লেখা হলো, কোন দুর্নীতি বা অনিয়মের খবর প্রকাশিত হলো,সাধারণ মানুষের ক্ষোভ কোথায় – এসব নিয়ে তাঁদের যেন কোনও মাথাব্যথাই নেই। তাঁদের ভাবখানা এমন,আজকের খবরের কাগজ কাল পুরোনো হয়ে যাবে,তাই সংবাদমাধ্যমের সমালোচনাকে গুরুত্ব দেওয়ারও কোনও প্রয়োজন নেই। নিজেদের মতো চলব,নিজেদের মতো সিদ্ধান্ত নেব,আর সুযোগ বুঝে সবকিছু লুটেপুটে খাব। কিন্তু সংবাদপত্রের কাগজ পুরোনো হয়ে যায় বলেই কি তার প্রকাশিত খবরের গুরুত্ব ফুরিয়ে যায় ? সংবাদপত্রের পাতার আয়ু হয়তো এক দিন,কিন্তু সেখানে প্রকাশিত সত্যের অভিঘাত বহু দিন ধরে সমাজ ও রাজনীতিকে নাড়া দিতে পারে। একটি খবর প্রশাসনকে নড়েচড়ে বসতে বাধ্য করতে পারে, দুর্নীতির পর্দা সরিয়ে দিতে পারে, এমনকী ক্ষমতার অলিদে বসে থাকা ব্যক্তিদেরও অস্থিত্তিতে ফেলতে পারে। তাই সংবাদপত্রের কাগজ পুরোনো হয়,কিন্তু তার প্রকাশিত সত্য সব সময় পুরোনো হয় না। রাজনীতির কারবারিরা যখন সংবাদপত্রকে ঠোঙার সঙ্গে তুলনা করেন,তখন অনেক ক্ষেত্রেই তার মধ্যে প্রকাশ পায় ক্ষমতার ঔদ্ধত্য। যেন রাজাটা তাঁদের পেতুক সম্পত্তি। যেন ক্ষমতার চেয়ারে বসার পর আর কারও কাছে জবাবদিহি করার প্রয়োজন নেই। যেন তাঁরা যা করবেন,সেটাই শেষ কথা। তাঁদের কাজের সমালোচনা করার অধিকারও কারও নেই।এই মানসিকতা শুধু দুর্ভাগ্যজনক নয়,গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষেও বিপজ্জনক। কারণ,গণতন্ত্রে সরকার জনগণের প্রতিনিধি, মালিক নয়। ক্ষমতা কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, জনগণের দেওয়া দায়িত্ব মাত্র।সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে প্রশ্ন উঠবেই,সমালোচনা হবেই,জবাবদিহিও করতে হবে।মানে রাখা দরকার,কোনও শাসকই অমরত্বের ফল খেয়ে ক্ষমতায় আসেননি। ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে,ক্ষমতার দস্ত যতই প্রবল হোক,তার স্থায়িত্ব চিরকালীন নয়।আজ যিনি ক্ষমতার শীর্ষে,কাল তাঁকেই হয়তো ক্ষমতার বাইরে দাঁড়াতে হবে। আজ যাঁর কথায় প্রশাসন চলে,কাল তাঁকেই সাধারণ মানুষের দরজায় গিয়ে ভোট চাইতে হতে পারে। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি এখানেই – মানুষের একটি ভোটই রাজনীতির সমস্ত হিসাব-নিকাশ ওলটপালট করে দিতে পারে। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। ‘আমিই সব,আমার কথাই শেষ কথা’ – এই আত্মমুগ্ধতাই অনেক সময় পতনের বীজ বপন করে।ক্ষমতায় থাকাকালীন যাঁরা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে চান না,সমালোচনাকে শত্রুতা বলে মনে করেন এবং সংবাদমাধ্যমকে তুচ্ছজ্ঞান করেন,ক্ষমতা হারানোর পর তাঁরাই অনেক সময় উপলব্ধি করেন,বাস্তবতা কতটা কঠিন।সংবাদপত্র আসলে সমাজের দর্পণ। সমাজের অসংগতি, প্রশাসনের ব্যর্থতা, সরকারের সাফল্য,দুর্নীতি, অনিয়ম এবং সাধারণ মানুষের বঞ্চনা – সবকিছুই সংবাদমাধ্যমের আলোচনার বিষয়। সরকারের ভালো কাজের প্রশংসা করা যেমন সংবাদমাধ্যমের অধিকার, তেমনিই ভুলত্রুটি তুলে ধরাও তার দায়িত্ব। সংবাদমাধ্যমের কাজ শুধুই সরকারের স্তুতি করা নয়,আবার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিরোধিতা করাও নয়।তার মূল দায়বদ্ধতা সত্যের প্রতি, মানুষের প্রতি এবং সমাজের প্রতি। অবশ্য সংবাদমাধ্যমও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কোনও সংবাদে ভুল থাকলে তার সংশোধন হওয়া উচিত। কোনও প্রতিবেদনে তথ্যের ঘাটতি থাকলে তার জবাবদিহি করতে হবে। সাংবাদিকতার নৈতিকতা,নিরপেক্ষতা ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু কোনও প্রতিবেদনের সঙ্গে মতের অমিল হলেই সংবাদপত্রকে শত্রু ভাবা, সাংবাদিককে প্রতিপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করা কিংবা সংবাদমাধ্যমকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করা সুস্থ গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় নয়। সরকারের সমালোচনা মানেই সরকারের বিরোধিতা নয়। অনেক সময় গঠনমূলক সমালোচনাই সরকারকে ভুল শুধরে নেওয়ার সুযোগ দেয়।যে সমালোচনা থেকে শিক্ষা নেওয়া যায়,সেই সমালোচনাকে স্বাগত জানানো উচিত। অথচ অনেকের মধ্যেই এমন প্রবণতা দেখা যায়,নিজের পছন্দমতো খবর প্রকাশিত হলে সংবাদমাধ্যম ভালো,আর অপছন্দের খবর প্রকাশিত হলেই সংবাদমাধ্যম পক্ষপাতদুষ্ট। এই দ্বিচারিতা গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ লক্ষণ নয়।মনের মতো খবর না হলেই যদি রাগ,ক্ষোভ কিংবা অসন্তোষ প্রকাশ পায়,তাহলে সংবাদমাধ্যম স্বাধীনভাবে কাজ করবে কী করে ? সংবাদপত্র কি তবে ক্ষমতাসীনদের পছন্দ-অপছন্দ মেনে খবর প্রকাশ করবে ? কোন খবর ছাপা হবে, কোন খবর চাপা থাকবে, তা কি ঠিক করে দেবে রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র ? তা হলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কোথায় থাকবে,আর সাধারণ মানুষই বা নির্ভরযোগ্য তথ্য পাবেন কীভাবে ? গণতন্ত্রে অন্ধ সমর্থন যেমন বিপজ্জনক, তেমনিই অন্ধ বিরোধিতাও কাম্য নয়। সংবাদমাধ্যমের কাজ কোনও রাজনৈতিক দলের মুখপত্র হয়ে ওঠা নয়। সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সাহসই সাংবাদিকতার আসল শক্তি।সেই সাহস বজায় রাখতে গেলে যেমন সংবাদমাধ্যমকে নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল হতে হবে,তেমনই রাজনৈতিক নেতৃত্বকেও সমালোচনা সহ্য করার মানসিকতা অর্জন করতে হবে।ক্ষমতার দস্তে কেউ সংবাদপত্রকে গুরুত্ব দিন বা না দিন,সত্য প্রকাশের প্রয়োজন কখনও ফুরিয়ে যাবে না। একটি সংবাদপত্রের কাগজ হয়তো পরদিন পুরোনো হয়ে যাবে,কিন্তু তার পাতায় উঠে আসা মানুষের কান্না, বঞ্চনা,প্রতিবাদ কিংবা দুর্নীতির বিবরণ ইতিহাসের অংশ হয়ে থাকতে পারে। যে প্রশ্ন আজ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে,কাল সেই প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হতে পারে।মনে রাখতে হবে, ক্ষমতার জোরে সাময়িকভাবে কণ্ঠস্বর স্তব্ধ করা গেলেও মানুষের প্রশ্নকে চিরদিনের জন্য মুছে ফেলা যায় না। কলমের শক্তি তার কালিতে নয়,তার সত্য প্রকাশের সাহসে। সেই কারণেই যুগে যুগে সংবাদমাধ্যম ক্ষমতার সামনে প্রশ্ন তুলেছে,অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ‘অসির চেয়ে মসি বড়’ – এই প্রবাদ শুধু কথার কথা নয়,এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে এক গভীর সত্য।অস্ত্রের শক্তি দিয়ে ভয় দেখানো যায়,ক্ষমতার দাপটে মানুষকে সাময়িকভাবে চুপ করিয়ে রাখা যায়,কিন্তু যুক্তি,সত্য ও বিবেকের শক্তিকে চিরকাল দমিয়ে রাখা যায় না।তাই রাজনীতির কারবারিদের প্রতি একটাই বার্তা – সংবাদপত্রকে শত্রু ভাববেন না,তুচ্ছজ্ঞানও করবেন না।সংবাদমাধ্যমের সমালোচনাকে ব্যক্তিগত অপমান হিসেবে না দেখে আত্মসমীক্ষার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন।ভুল হলে শুধরে নিন,অনিয়ম হলে জবাব দিন,আর ভালো কাজ করলে তার স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারও আপনাদের রয়েছে।সবশেষে মনে রাখা দরকার,গদি আজ আছে,কাল নাও থাকতে পারে।ক্ষমতার দস্তের আয়ু সীমিত,কিন্তু সত্যের আবেদন দীর্ঘস্থায়ী। সংবাদপত্রের পাতা একদিন ঠোঙা হতে পারে, কিন্তু সেই পাতায় লেখা সত্যকে ঠোঙা বানিয়ে ফেলা যায় না। সুতরাং,সাধু সাবধান ! ক্ষমতার অহংকারে সংবাদমাধ্যমকে অবহেলা করার আগে মনে রাখুন – গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে জনগণ। গদি সাময়িক,ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু সত্যের পক্ষে কলম চলতে থাকলে ক্ষমতার দস্তকেও একদিন জবাবদিহি করতে হয়। কটা যতই ছোট হোক,ব্যথা দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

পাখিরা কিভাবে শুনতে পায়

বিশ্ব রঞ্জন গোস্বামী

ভোরবেলায় পাখির ডাকে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে,আর পাখিদের ঘুম ভাঙ্গে কোন শব্দে ? পাখিরা শব্দ শোনে কিভাবে ? পাখিদের কান কই ? সত্যিই তো বাইরে থেকে মোটেই পাখির কান তো দেখাই যায় না। সত্যি কি আদৌ পাখিদের কান আছে ? হ্যাঁ,পাখিদের কান আছে,কিন্তু বাইরের দিকে কোনও কান নেই।ওই জায়গায় একটি ছিদ্র আছে।তবে সেখানে খালি চোখে দেখা যায় না।পালক দিয়ে ঢাকা থাকে। বেশিরভাগ পাখিই কিচিরমিচির ধরণের শব্দ করে। এটি তাদের সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি। প্রতিটি পাখি পরস্পরের ভাষা বুঝতে পারে।প্রকৃতিই তাদের এটা শিখিয়েছে। পাখিরা সঙ্গী খোঁজার জন্য,আত্মরক্ষা বা শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বিশ্বব্যাপী এমন একটা সার্বজনীন ভাষা রপ্ত করেছে। সেই ভাষাটা প্রতিটি প্রজাতির পাখি বুঝতে পারে। যে কোনও প্রজাতির জীব নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ নির্ভর করে।তথ্য পাঠান এবং গ্রহন করা এমন একটি বিন্যাসে হয় যা উভয় পক্ষ বুঝতে পারে। পাখিদের ক্ষেত্রেও তাই। তাই পাখিরা যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে শব্দ ব্যবহার করে। পাখিদের শোনা ও দেখার ইন্দ্রিয়ও বেশ উন্নত। তাছাড়া তাদের ভারসাম্য বজায় রাখতেও কানের এক বড় ভূমিকা আছে।পাখিদের কান আসলে মানুষের মত নয়।পাখিদের বাইরে থেকে দেখা কোনও কানের লতি থাকে না। তাদের কেবল একটি ছোট ভাঁজ করা ফানেল আকারের মাংসপিণ্ড পালকের নীচে লুকানো থাকে।যা বাইরের কান হিসাবে কাজ করে। পাখির বাইরের কান পালকে ঢেকে থাকার ফলে উড়ে যাওয়ার সময় দমকা বাতাস,বাইরের ধূলো-ময়লা ও জল থেকে সুরক্ষা



তেরি লিগামেন্ট পর্দার সাথে যুক্ত থাকে। মধ্যকর্ণে বাতাস দিয়ে ভর্তি থাকে। কিন্তু অন্তর্কর্ণ তরল দিয়ে ভর্তি থাকে। এখানে পাঁচটি অংশ আছে। এর মধ্যে দুটি হলো অর্ধবৃত্তাকার টিউব ইউট্রিকুলাস যা ভারসাম্য বজায় রাখে। বাকি তিনটি হল ল্যাজেনা,স্যাকুলাস ও কক্লিয়া। দেখা গেছে কিছু পাখির শোনার ক্ষমতা মানুষের তুলনায় অনেক বেশি। বিভিন্ন শব্দের মধ্যে অনেক পাখির কান স্বরজ্ঞান মনে রাখতে বা চিনতে পারে। পাখির কান মানুষের কানের তুলনায় ছোট স্বর শুনতে পারে। মানুষ যখন কোন একটি সময়ে মাত্র একটি শব্দ শুনতে পারে, তখন পাখিরা একই সময়ে ১০টি আলাদা স্বর শুনতে পারে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন পাখির কানের একটি নির্দিষ্ট উৎস থেকে আসা শব্দ বিভিন্ন সময়ে কিছুটা আলাদা হয়,বিশেষ করে

পেঁচার বাইনোকুলার শোনার ক্ষমতা আছে। পেঁচার একটি কান অন্যটির তুলনায় মাথার খুলির পাশে নীচে থাকে। যার ফলে তারা শব্দের উৎসের দিক ও দূরত্ব খুব সঠিকভাবে ধরতে পারে। তার মানে তারা খুব সহজেই শব্দের অবস্থান ও উৎস বুঝে নিতে পারে। আরও পরিষ্কার করে বললে,ডান কানের পর্দায় তারা যা



শ্মশান যাওয়ার রাস্তার বেহাল দশা। শ্মশানে নেই পানীয় জলের ব্যবস্থা। সামান্য বৃষ্টি হলে শ্মশানছ যাওয়ার রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করতে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হন এলাকার মানুষজন,মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানে যাওয়াই দায় হয়ে যায়। গ্রামের মূল রাস্তা থেকে শ্মশান যাওয়ার জন্য মাত্র ২০০ ফুট কাঁটা রাস্তা এখনও ঢালাই হয়নি বলে অভিযোগ। পঞ্চায়েত এবং বিডিও অফিসে বার বার আবেদন নিবেদন করেও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের আবুজহাতি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোলসরা গ্রামের শ্মশানের ছবি।



খানপুর জৌথাম মোড় থেকে গাড়লমুড়ি যাবার পথে বালিভাঙা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কাছে পিচ রাস্তার পাশেই রাখা আছে বালি। দিন দিন রাস্তায় নেমে আসছে সেই বালি।সবচেয়ে বেশি অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন সাইকেল এবং বাইক চালকরা। যেকোনও সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা।



গাড়লমুড়ি থেকে বাহাদুরপুর হয়ে কালাপাহাড় পুল পর্যন্ত জামালপুর যাবার রাস্তার বেহাল দশা। পিচ উঠে রাস্তায় পাথর গড়াগড়ি খাচ্ছে। একদম দাঁত বের করা অবস্থা। রাস্তায় বড়সড় গর্ত,খানাখন্দে ভরা ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন পথ চলতি মানুষজন। যেকোনো সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। অতি সত্ত্বর রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন,চাইছেন এলাকার মানুষজন

দুই ভাইকে ছুরি মেরে খুন, ২০ বছরের জেল অভিযুক্তের

নিজস্ব সংবাদদাতা - বচসার জেলে এক ভাইকে ছুরি মেরে খুন, হাসপাতালে যাওয়ার পথে অন্য ভাইয়ের উপরেও প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ। সেই জোড়া খুনের মামলায় উত্তম ওরফে ভোলা সাত্তরাকে দোষী সাব্যস্ত করে ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল চন্দননগর ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট। ২০২২ সালের ২১ জানুয়ারি মির্জাপুর বাকিপুর বাজারে নির্মল মালিককে বৃকে ছুরি দিয়ে আঘাত করার অভিযোগ ওঠে উত্তমের বিরুদ্ধে। সিঙ্গুর গ্রামীণ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর নির্মলের ভাই রাজকুমার মালিককেও ছুরি দিয়ে হামলা করা হয় বলে

অভিযোগ। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁরও মৃত্যু হয়। ঘটনার পর সিঙ্গুর থানায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ার পর ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। মামলার তদন্তকারী আধিকারিক ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত এসআই সঞ্জীব কুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সরকারি আইনজীবী ছিলেন প্রদীপ কুমার দাস।

মাদক কারবারের টাকায় সম্পত্তি ! রায়গঞ্জে ৩৮ লক্ষের সম্পত্তিতে পুলিশের কোপ

নিজস্ব সংবাদদাতা - মাদক কারবারের মাধ্যমে বেআইনিভাবে অর্জিত অর্থ সম্পত্তি তৈরির অভিযোগে বড়সড় পদক্ষেপ করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মাদক মামলার তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে প্রায় ৩৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি সিল ও বাজেয়াপ্ত করল পুলিশ। রায়গঞ্জ থানার ১১৮৬/২০২৬ নম্বর মামলায় গত ২৩ সেপ্টেম্বর এনডিপিএস আইনের ২১(বি)/২২(সি) ধারায় মামলা রুজু হয়। তদন্তে গ্রেফতার হওয়া দুই অভিযুক্ত রাকবুল হোসেন (২৬) এবং রাবিতুল্লা মোহাম্মদ (৪৫)-এর দেওয়া তথ্য এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে মাদক ব্যবসার অর্থে অর্জিত সম্পত্তির সন্ধান পাওয়া যায় বলে পুলিশের দাবি। এরপর ২ অক্টোবর এনডিপিএস আইনের ৬৮ই ধারায় তল্লাশি, সিল ও বাজেয়াপ্ত করার অভিযান চালানো হয় অভিযানে খালসি, দুরাইল এলাকায় প্রায় ২০ লক্ষ টাকা মূল্যের একটি দোতলা আবাসিক



বাড়ি সিল করে দেওয়া হয়। এছাড়াও WB59G8889 নম্বরের একটি Mahindra Scorpio (U), যার আনুমানিক মূল্য ১৭ লক্ষ টাকা, এবং WB59E9968 নম্বরের একটি Bajaj Pulsar 125 মোটরসাইকেল, যার আনুমানিক মূল্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতেই এই অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। সব মিলিয়ে মাদক কারবারের অর্থে অর্জিত বলে চিহ্নিত সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ৩৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। মাদক ব্যবসার সঙ্গে সম্পত্তি অর্জনের যোগসূত্র এবং অর্থের উৎস খতিয়ে দেখতে তদন্ত আরও জোরদার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ।



অল্পপূর্ণা যোজনার টাকা না পেয়ে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত মানুষজন। ধনেখালি ব্লকের পলাশী হাইস্কুলের সেবা সেতু শিবিরের ছবি।

ক্রেতা সেজে মালদহে সোনার দোকানে হার চুরি, কলকাতা থেকে গ্রেফতার দুই মহিলা

নিজস্ব সংবাদদাতা - ক্রেতা সেজে সোনার দোকান থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা মূল্যের সোনার হার চুরির অভিযোগে কলকাতা থেকে দুই মহিলাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম সানিয়া এজমিন (৩৮) ও মমতাজ বিবি (৫২)। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ৮ অক্টোবর দুপুর ১২টা ৪৫ মিনিট নাগাদ মালদহের ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত বিনয় সরকার রোডের ছায়া জুয়েলারিতে ক্রেতা সেজে ঢোকে দুই মহিলা। দোকানের মালিক সুশাস্ত্র নেওগীর মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তাঁরা ১১.৮৭০ গ্রাম ওজনের একটি সোনার হার চুরি করে চম্পট দেন বলে অভিযোগ। ঘটনার পর গত ১০ অক্টোবর ইংরেজবাজার

থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন দোকানের মালিক। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ গত ১২ অক্টোবর কলকাতার তিলজলা থানার অন্তর্গত কুষ্টিয়া এলাকার একটি ফ্ল্যাট থেকে দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ধৃত সানিয়া এজমিন উত্তর ২৪ পরগনার মাটিয়া থানার অন্তর্গত বুনের আটি গ্রামের বাসিন্দা। অন্যদিকে, মমতাজ বিবির বাড়ি কলকাতার স্মিথ লেনে। ধৃতদের মালদহের ইংরেজবাজার থানায় নিয়ে আসা হচ্ছে। ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের স্বার্থে তাঁদের পুলিশি হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতে পেশ করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।



ধনেখালি মহামায়া হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল নৃত্যনীদের বাৎসরিক অনুষ্ঠান ‘আনন্দম’ অতিথি শিল্পী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নৃত্য শিল্পী রাহুল দেব মন্ডল, অনুসূয়া সুর মন্ডল এবং পারমিতা মুখার্জি। অতিথি শিল্পী এবং কৃষ্টি ঘোষাল ও নৃত্যনীদের ছাত্রছাত্রীদের নৃত্যানুষ্ঠান এবং বুবুন ঘোষাল অভিনীত হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির বার্তাবহ ‘একতার’ নাটক সকলের মন ছুঁয়ে যায়।



অভীক্ষা ভট্টাচার্যের পরিচালনায় ধনেখালি মহামায়া হাইস্কুলে শনিবার অনুষ্ঠিত হল সারঙ্গীর দশ গাঁথা।

(প্রথম পাতার পর) একটি মানবিক আবেদন

দু’জনেই স্কুলছুট। অন্ধ হওয়ার কারণে অপর্ণাদেবীর হয়নি আধার কার্ড। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবার। ডকুমেন্টের অভাবে এসআইআরে ভোটের লিস্ট থেকে বাদ গেছে নাম। আধার কার্ড না থাকায় সামাজিক সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত। অপর্ণাদেবীর বাড়ি হুগলি জেলার তারকেশ্বর ব্লকের পূর্ব রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কলাইকুড়ু গ্রামে। সরকারি সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত অসহায় অন্ধ অপর্ণা ঘোড়ুইয়ের পাশে দাঁড়াক রাজ্য সরকার, অপর্ণা ঘোড়ুই যাতে সরকারি সুযোগ সুবিধা পান, সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করুক প্রশাসন। অপর্ণাদেবীর পরিবার যাতে দু’বেলা দু’মুঠো খেয়ে পরে বাঁচতে পারে তার ব্যবস্থা করুক রাজ্যের মানবিক সরকার।

(প্রথম পাতার পর) নিয়োগ দুর্নীতির বিরুদ্ধে

হবে, অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে হবে পুলিশ কর্মীদের সম্মানের সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাঁর মতে, রাষ্ট্র প্রথম রাজ্যের লাগোয়া বাংলাদেশ, নেপাল ও ভুটান সীমান্তে বিএসএফের পাশাপাশি প্রয়োজনে তাদেরও কাজে লাগতে পারে বলে তিনি পুলিশ কর্মীদের সতর্ক করেন। জনসংখ্যার অনুপাতে পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধিরও তিনি আশ্বাস দেন। রাজ্যে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি নবনিযুক্তদের ভিন রাজ্য গুয়াহাটি, গুজরাটে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে বলেও মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। পুলিশ সহ সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা মেটানো সহ রাজ্য সরকার গঠিত সপ্তম বেতন কমিশনের রিপোর্ট জমা পড়লেই সেটি কার্যকর করারও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। মুখ্য সচিব মনোজ আগরওয়াল বলেন, রাজ্যে ১০ লক্ষ অনুমোদিত পদের মধ্যে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ পদ খালি। নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সিদ্ধান্ত নেয় শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগ। তিনি বলেন, সংবিধানে ঠিকা বা চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের কোনো সংস্থান নেই। সেখানে স্থায়ী নিয়োগের কথাই বলা হয়েছে। অথচ আগের সরকার সেটি উপেক্ষা করে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মীদের দিয়ে কাজ করিয়ে গেছেন। এর ফলে নানা প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয় তাদের

কোনো দায়বদ্ধতাও ছিল না। নির্বাচন করতে গিয়েও স্থায়ী কর্মী না থাকায় সমস্যা দেখা দেয়। ভিন রাজ্য থেকে কর্মী এনে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়। নতুন নিয়োগ পুলিশের সুনাম বাড়াবে বলে মুখ্যসচিব মনে করেন। এখন থেকে সমস্ত নিয়োগ পিএসসি, পিআরবি’র মাধ্যমে হবে। যোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগে কোনও রকম বিচ্যুতি হবে না বলে তিনি জানিয়ে দেন। রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধান্ত গুপ্তা বলেন, রাজ্যে পুলিশে এখনও ৩২ হাজার খালি পদ রয়েছে, যা মোট অনুমোদিত পদের ৩৬ শতাংশ। আইনি জটিলতায় দীর্ঘদিন নিয়োগ হয়নি। নতুন নিয়োগ পুলিশকে আরও ভালো পরিবেশ দিতে সাহায্য করবে। পুলিশের হাতে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা তুলে দেওয়ায় কাজ আরও সহজ হবে। নবনিযুক্তদের উদ্দেশ্যে ডিজি আইনের প্রতি নিষ্ঠাবান থেকে কাজ করার পরামর্শ দেন। নিয়োগ পত্র পাবার পর তাদের প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হবে। তারপর তাদের দুর্গাপূজার ডিউটিতে কাজে লাগানো হবে। অনুষ্ঠানে পুলিশ কর্মীদের বডি ক্যামেরা ও মহিলা পুলিশ কর্মীদের আরটি সংযুক্ত মোবাইল প্রদান করা হয়। স্বরাষ্ট্র সচিব সংঘমিত্রা ঘোষ সহ পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

ফালাকাটায় উদ্ধার ১৮০০ লিটার অবৈধ পেট্রোল, পলাতক গুদাম মালিক

নিজস্ব সংবাদদাতা - গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ফালাকাটার ধূপগুড়ি মোড় এলাকায় একটি তালাবদ্ধ গুদামে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১৮০০ লিটার পেট্রোল উদ্ধার করল ফালাকাটা থানার পুলিশ। গুদাম থেকে পেট্রোল মজুত রাখার প্লাস্টিক ও টিনের পাত্রও উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পশ্চিম ফালাকাটার বাসিন্দা মহম্মদ আবুল রহমান নামে এক ব্যক্তি ওই গুদামের মালিক। তাঁর বিরুদ্ধে অবৈধভাবে পেট্রোল মজুত রাখার অভিযোগ উঠেছে। তবে



অভিযানের সময় তাঁকে পাওয়া যায়নি। তিনি পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ঘটনায় অত্যাবশ্যিকীয় পণ্য আইন সহ সংশ্লিষ্ট আইনের ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তকে জোরদার অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।



সেবা সেতু শিবিরে সাধারণ মানুষকে ফর্ম ফিলাপে সাহায্য করছেন সিভিক ভলেন্টাররাও। ধনেখালি ব্লকের গুড়াপ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পলাশী হাইস্কুলের ছবি।

জেনারেটর চুরি কাণ্ডের কিনারা করল পুলিশ, গ্রেফতার ৬

নিজস্ব সংবাদদাতা - জেনারেটর চুরির মামলার দ্রুত কিনারা করল বড়জোড়া থানার পুলিশ। গত ৩ অক্টোবর রাতে বড়জোড়া থানার অধীন একটি ডেকোরের দোকান থেকে তিনটি জেনারেটর চুরি হয়। ঘটনার পর থানায় অভিযোগ দায়ের হলে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ চুরির ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৬ জনকে গ্রেফতার করে। ধৃতদের কাছ থেকে চুরি যাওয়া তিনটি জেনারেটর উদ্ধার করা হয়। পাশাপাশি চুরি করা সামগ্রী পরিবহনে ব্যবহৃত একটি পিক-আপ ভ্যানও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

স্টেট স্কুল গেমসে স্বর্ণ পদক পেয়ে ধনেখালির মুখ উজ্জ্বল করল প্রিয়াংশু

নিজস্ব প্রতিবেদন - পশ্চিমবঙ্গ স্টেট স্কুল গেমসে ধনেখালির মুখ উজ্জ্বল করল ঘনরাজপুরের প্রিয়াংশু দাস। কলকাতা সল্টলেক স্টেডিয়ামে ৭ অক্টোবর থেকে ৯ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত স্টেট স্কুল গেমসে অংশ গ্রহণ করে দুটো ইভেন্টে পুরস্কার পেলে প্রিয়াংশু। প্রিয়াংশু ধনেখালি মহামায়া হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। বালক অনূর্ধ্ব ১৭ বিভাগে ১০০x৪ মিটার রিলে রেসে প্রথম স্থান অধিকার করে স্বর্ণপদক লাভ



করল প্রিয়াংশু। এছাড়াও ১১০ মিটার হার্ডলস রেসে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রৌপ্য পদক লাভ করেছে ধনেখালির গর্ব প্রিয়াংশু।

অবৈধ বালি পাচার রুখতে চিচিড়া নাকা পয়েন্টে পুলিশের আকস্মিক নাকা চেকিং

নিজস্ব সংবাদদাতা - অবৈধ বালি খনন ও পরিবহণের বিরুদ্ধে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে রবিবার ভোরে জামবনি থানার অন্তর্গত চিচিড়া নাকা পয়েন্টে আকস্মিক নাকা চেকিং চালানলেন ঝাড়ু থামের এসডিপিও। এই অভিযানে ওই পথ দিয়ে চলাচলকারী বিভিন্ন যানবাহন থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। বালি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র খনিজ পদার্থ পরিবহণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র এবং অনুমতিপত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখেন পুলিশ অধিকারিকরা। অবৈধ খনন ও বেআইনি খনিজ পরিবহণ বন্ধ করতে এবং এই ধরনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে ঝাড়ু থাম জেলা পুলিশ বন্ধ পরিকর বলে জানানো হয়েছে।



ধনেখালি বিডিও অফিসে ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে গাড়ি দিয়ে এখনও গাড়ি ভাড়ার টাকা পাননি বলে অভিযোগ গাড়ি মালিকদের। বার বার বিডিও অফিসে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। বকেয়া গাড়ি ভাড়ার টাকা না পেয়ে গত বৃহস্পতিবার বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন ক্ষুব্ধ গাড়ি মালিকরা।



মগরা সার্কেল ইন্সপেক্টর অফিস গত শুক্রবার পরিদর্শন করলেন বর্ধমান রেঞ্জের ডিআইজি শ্রীহরি পাণ্ডে, সঙ্গে ছিলেন হুগলি থানার পুলিশের এসপি ডাঃ কুনওয়ার ভূষণ সিং এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শান্তনু বাঁহা সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকবৃন্দ।



“খবর আজ কাল পরশু” পত্রিকা আয়োজিত দশম বর্ষ অঙ্কন উৎসবের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান, পলাশী স্কুল মাঠে চত্বর।



হারিয়ে যাওয়া ৪৫ টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল গুডাপ থানার পুলিশ।

জয়গাঁওয়ে প্রায় ৯৮ হাজার টাকার অবৈধ বাজি উদ্ধার, গ্রেফতার ১

নিজস্ব সংবাদদাতা - গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জয়গাঁও থানার পুলিশ একটি ভাড়াবাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রায় ৯৮ হাজার টাকা মূল্যের অবৈধ বাজি উদ্ধার করল। এই ঘটনায় অর্জুন কুমার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিহা বৈব মুজফ্ফরপুরের বাসিন্দা অর্জুন কুমার আলিপুরদুয়ারের জয়গাঁওয়ের গোরখাভবন সংলগ্ন সমাজকল্যাণ এলাকায়

একটি ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ বাজি উদ্ধার করে পুলিশ। এর পরই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ঘটনায় প্রাসঙ্গিক আইনি ধারায় মামলা রঞ্জুর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বাজি কোথা থেকে আনা হয়েছিল এবং এর সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

মেয়াদ উত্তীর্ণ ও অনুমোদনহীন ওষুধ বিক্রি রুখতে নজরদারি পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা - নিরাপদ ওষুধ বিক্রি নিশ্চিত করতে ঝাড়ু থাম শহরের বিভিন্ন ওষুধের দোকানে বুধবার যৌথ

বিক্রির বিষয়গুলি খতিয়ে দেখা হয়। সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং ওষুধের নিরাপদ ও আইনসম্মত বিক্রি নিশ্চিত করতেই এই



পরিদর্শন চালান ঝাড়ু থাম জেলা পুলিশ ও ড্রাগস কন্ট্রোল দফতর। পরিদর্শনের সময় ওষুধ সংরক্ষণের পদ্ধতি, মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ, ওষুধ কেনার নথিপত্র এবং অনুমোদনহীন ওষুধ

উদ্‌দ্যোগ ও ষুধের ব দোকানগুলিতে নিয়ম মেনে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে কি না, তা যাচাই করতেই এই যৌথ অভিযান চালানো হয় বলে জানিয়েছে ঝাড়ু থাম জেলা পুলিশ।

এক নজরে

(প্রথম পাতার পর)

ধনেখালি ব্লকের পলাশী হাইস্কুলে সেবা সেতু শিবিরে আসা ভুক্তভোগী এক ব্যক্তি।

● ধনেখালি এবং ইটাচুনা কলেজের গভর্নিং বডির প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল পাণ্ডুর বিজেপি বিধায়ক তুষার মজুমদারকে। ধনেখালি কলেজের গভর্নিং বডির নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন সুনীল বাগ এবং ইটাচুনা কলেজের গভর্নিং বডির নতুন প্রেসিডেন্ট হলেন চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

● ১ কোটি ৫৮ লক্ষ মহিলাকে অল্পপূর্ণা যোজনার টাকা দেওয়া হয়েছে বলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে। তাহলে টাকা না পাওয়ার দলে এত ভিড় কেন? সেবা সেতু শিবিরে এত মহিলা বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কেন? প্রকাশ্যে আসুক টাকা পাওয়া মহিলাদের তালিকা, সিটিজেন পোর্টালে আপলোড করে দেওয়া হোক পঞ্চায়েত ভিত্তিক উপভোক্তা তালিকা।

● এসআইআর পর্বে বাদ পড়া লক্ষ লক্ষ যোগ্য ভোটারদের নাম ভোটার তালিকায় ফেরাতে তালিকা তৈরি করে বিএলও'দের বাড়ি বাড়ি যাবার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন।

● পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিধি মেনে আবার চালু হল ধনেখালির দাদা হাজি বিরিয়ানি। খুশি এলাকার মানুষজন।

● বিতর্কের মাঝে পিছু হটল নির্বাচন কমিশন ফিরে এল পুরোনো ফর্ম ৬, ভোটার লিস্টে নতুন নাম তোলার জন্য বাংলা সহ ১৩ রাজ্যে ৬ নং ফর্মের সঙ্গে আর দিতে হবে না এসআইআর সংক্রান্ত স্ব-ঘোষণা পত্র।

● হিমঘরে আলুর দাম এখন ৯০ টাকা বস্তা স্টোরে এখন চাষির আলুই বেশি মজুত আছে। আলু এবার নিলাম হবার আশঙ্কা। হিমঘরে আলুর দাম আরও কমবে, ৪০/৫০ টাকা বস্তা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। পুজোর পর আলু ছাড়াতে চাষিরা আর স্টোর মুখো হবেন বলে মনে হয় না।

● ক্লাবের ইলেকট্রিক মিটার এখন ডোমেস্টিক থেকে কমার্শিয়াল করে দিচ্ছে বিদ্যুৎ দপ্তর, এখন থেকে ৭৫ ইউনিটের কম বিদ্যুৎ খরচ হলেও ক্লাবকে দিতে হবে ইলেকট্রিক বিল।

খুনের মামলায় যাবজ্জীবন

কারাদণ্ড, ১০ হাজার টাকা জরিমানা

নিজস্ব সংবাদদাতা - খুনের মামলায় দোষী সাব্যস্ত রাসেল মিয়াকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল মালদা জেলা ও দায়রা আদালত। গত বুধবার, ১৪ অক্টোবর ২০২৬, বিচারক তাকে

যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের পাশাপাশি ১০ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ২০২২ সালের ২৬ মে কালিয়াচক থানায় ৫৬৪/২০২২ নম্বরে একটি মামলা



দায়ের হয়। খরিবোনা এলাকার বাসিন্দা আবুল হাসানের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমিরুল হক সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়। অভিযোগ, ওই দিন সকাল ৮টা নাগাদ অভিযুক্তরা অভিযোগকারীর বাড়িতে ঢুকে মারধর করে এবং এক মহিলার স্ত্রীলতাহানি করে। হামলায় গুরুতর আহত জয়েদা বিবিকে প্রথমে গোলাপগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাকে মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৯ মে জয়েদা বিবির মৃত্যু হয়। এরপর মামলায় ভারতীয়দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা যুক্ত করা হয়। তদন্ত শেষে চার অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া শেষেরসেল মিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও জরিমানার নির্দেশ দেয় আদালত।